প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন,
৭১/৭২,পুরাতন এ্যালিফেন্ট রোড,ইস্কাটন,ঢাকা-১০০০।

"মুজিববর্ষের সেবা নিন
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সহজ ঋণ।"

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ

তারিখঃ ২৩.০৬.২০২২

পরিপত্র নং-৪৫/২০২২

বিষয়ঃ "অভিবাসন ঋণ" নীতিমালা এর সংশোধিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ০৮.০৬.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮৯তম সভায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সহজীকরণ এবং গ্রাহকদের দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদের অডিট কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সংশোধিত "অভিবাসন ঋণ" নীতিমালা (পরিশিষ্ট-'ক') অনুমোদন করে (পর্ষদের সিদ্ধান্ত ও সংশোধিত "অভিবাসন ঋণ" নীতিমালা পরিশিষ্ট-'ক' কপি সংযুক্ত)।

২.০ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধিত "অভিবাসন ঋণ" নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

Rahman
২৩.০৬.২০২২

মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও
বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে

সকল শাখা ব্যবস্থাপক
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

অনুলিপিঃ
০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও পরিচালন) মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। মহাব্যবস্থাপক (আইসিসি, আইটি ও পরিচালন) মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় প্রধান (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। বিভাগীয় প্রধান, আইটি বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৫। অফিস কপি।

অভিবাসন ঋণ নীতিমালা (সংশোধিত)

বাংলাদেশী কোন নাগরিক চাকরির উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেশে গমন করলে বা বিদেশে চাকুরীরত অবস্থায় দেশে ছুটিতে এসে পুনরায় বিদেশ গমনের জন্য উক্ত ব্যক্তির ঋণ আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক সহজ শর্তে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করবে,যা অভিবাসন ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে।

(১) ঋণ পাওয়ার যোগ্যতাঃ

ক. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
খ.শাখার অধিক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
গ. বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে;
ঘ. কোন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ এনজিও অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি ব্যক্তি অত্র ব্যাংক হতে ঋণ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

(২) ঋণের আবেদন ফরমঃ

বিনামূল্যে সরবরাহকৃত ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন দাখিল করতে হবে।

(৩) প্রসেসিং ফিঃ

ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ০.৫০% প্রসেসিং ফি প্রদান করতে হবে। ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে প্রসেসিং ফি নগদে আদায় করতে হবে।

(৪) ডকুমেন্টেশন ফিঃ

ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের সময় ০.৫০% ডকুমেন্টেশন ফি প্রদান করতে হবে। ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ডকুমেন্টেশন ফি নগদ আদায় করতে হবে।

(৫) ঋণের জামিনদারের যোগ্যতাঃ

(i) ঋণ পরিশোধে সক্ষম ঋণ আবেদনকারীর পিতা/ মাতা/ ভাই/ বোন/ স্বামী/ স্ত্রী/ নিকটতম আত্মীয়-স্বজন জামিনদার হতে পারবেন। উল্লেখিত ব্যক্তি ব্যতিত ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন ব্যক্তি যিনি চাকরি/ ব্যবসা/ বানিজ্য করেন অথবা আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তি ও জামিনদার হতে পারবেন।
(ii) প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রে নূন্যতম ০২(দুই) জন জামিনদার নিতে হবে।
(iii) একজন জামিনদার সর্বোচ্চ ০২(দুই) জন ঋণ গ্রহীতার জামিনদার হতে পারবেন সেক্ষেত্রে জামিনদারের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা থাকতে হবে।
(iv) জামিনদার কে শাখার অধিক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

(৬) আবেদনকারীর/জামিনদারের স্থায়ী ঠিকানাঃ

নিজ নামে অথবা পিতা/ মাতা/ স্বামী/ স্ত্রীর নামে যে এলাকায় বাড়ী থাকবে অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র কার্ডে উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানা আবেদনকারীর/ জামিনদারের স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে বিবেচিত হবে।

(৭) সুদের হারঃ

ক) সুদের হার হবে ৯% সরল সুদ। কোন ঋণ গ্রহীতার ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হলে সেক্ষেত্রে ঋণের উপর অতিরিক্ত ২% হারে সুদ চার্জ হবে।
খ) সুদের হার পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে।

(৮) ঋণ সীমাঃ

ক) নতুন ভিসার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা;
খ) রি-এন্ট্রি ভিসার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩.০০ (তিন) লক্ষ টাকা।

(৯) ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধসূচীঃ

০২ (দুই) মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধিত হবে। নতুন ভিসা এবং রি-এন্ট্রি ভিসা উভয়ের ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর।

(১০) ঋণ আবেদন নিষ্পত্তিঃ

আবেদনকারী কর্তৃক যথাযথ কাগজপত্রসহ আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবস।

(১১) সঞ্চয়ী হিসাবঃ

ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামূলকভাবে ৫০০/- (পাঁচশত) জমা করে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং ঋণ গ্রহীতাকে রেমিন্টেন্সের টাকা উক্ত সঞ্চয়ী হিসাবে মাধ্যমে প্রেরণ ও সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

(১২) ঋণ মঞ্জুরী/ ব্যবসায়িক ক্ষমতাঃ

ক) ঋণমঞ্জুরী/ ব্যবসায়িক ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর উপর ন্যস্ত থাকবে।

খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের উপর আংশিক বা সামগ্রিকভাবে অর্পন (Delegation) করতে পারবেন।

গ) সকল স্তরের কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োজনবোধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাময়িকভাবে রহিত/স্থগিত করতে পারবেন।

(১৩) হিসাব পদ্ধতিঃ

ঋণের বিতরণ, আদায়, সুদ চার্জ, আদায়কৃত সুদ আয় খাতে স্থানান্তর ইত্যাদির হিসাব পদ্ধতি বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের হিসাব বিভাগ হতে আলাদা নির্দেশনা জারী করা হবে। তদুপরি সুদ হিসাবায়ন পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

০১। নিম্নরূপভাবে ঋণ হিসাবে সুদ আরোপ করতে হবেঃ

(ক) বার্ষিক ৯% সরল সুদ আরোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রোডাক্টকে ৩৬০ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

উদাহরণঃ এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে সুদ চার্জের ক্ষেত্রে

$$\text{সুদ} = \frac{\text{আসল} \times ৯১ \times \text{সুদহার}}{৩৬০ \times ১০০}$$

সুদ হিসাবায়নের উদাহরণ নিম্নরূপঃ

১৫/১০/২০১০ খ্রি: তারিখে অভিবাসন/ পূণর্বাসন ঋণ খাতে =৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ ০৩ বছর মেয়াদে মঞ্জুর করা হ'ল। ২৫/১০/২০১০ খ্রি: তারিখে ঋণের ১ম কিস্তি এবং ০৫/১১/২০১০ খ্রি: ২য় কিস্তির টাকা বিতরণ করা হ'ল। ঋণটির ১ম বছর পূর্তি হবে ২৪/১০/২০১১ খ্রি: তারিখে, ২য় বছর পূর্তি হবে ২৪/১০/২০১২ খ্রি: এবং ৩য় বছর পূর্তি হবে ২৪/১০/২০১৩ খ্রি: তারিখে। ১ম বছর =১৬,০০০/-, ২য় বছর =১৭,০০০/- এবং ৩য় বছর =১৭,০০০/- আদায় হলে ১ম বছর শেষে ঋণের স্থিতি দাড়াবে (৫০,০০০-১৬,০০০)=৩৪,০০০/- এবং ২য় বছর শেষে স্থিতি দাড়াবে (৩৪,০০০-১৭,০০০)=১৭,০০০/- এবং ৩য় বছর শেষে স্থিতি দাড়াবে (১৭,০০০-১৭,০০০/-)= ০/- (শূন্য)। উক্ত ঋণের উপর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিম্নরূপ সুদ হিসাবায়ন করতে হবেঃ

২৫/১০/১০খ্রি: হতে ৩১/১২/১০খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৬৮দিনের সুদ

$$\frac{৫০,০০০/- \times ১২ \times ৬৮}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১১৩৩.৩৩ টাকা বা ১১৩৩/-

০১/০১/১১ খ্রি: হতে ৩১/০৩/২০১১ খ্রি: পর্যন্ত ৯০ দিনের সুদ

$$\frac{৫০,০০০/- \times ১২ \times ৯০}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১৫০০/-

০১/০৪/১১ খ্রি: হতে ৩০/০৬/১১ খ্রি: পর্যন্ত ৯১ দিনের সুদ

$$\frac{৫০,০০০/- \times ১২ \times ৯১}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১৫১৬/-

০১/০৭/১১খ্রি: হতে৩০/০৯/১১ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৯২ দিনের সুদ

$$\frac{৫০,০০০/- \times ১২ \times ৯২}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১৫৩৩/-

ঋণটি ২৪/১০/২০১১খ্রি: তারিখে বর্ষপূর্তি হবে। সুতরাং বর্ষপূর্তি পর্যন্ত ০১ নং সূত্রানুসারে এবং ২৫/১০/২০১১খ্রি: তারিখ হতে ২৪/১০/২০১২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ০২ নং সূত্রানুসারে হিসাবায়ন করতে হবেঃ

০১/১০/১১খ্রি: হতে ২৪/১০/১১খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিনের সুদ (০১ নং সুত্রানুসারে)

$$\frac{৫০,০০০/- \times ১২ \times ২৪}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ৪০০/-

২৫/১০/১১ খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১১ খ্রি: পর্যন্ত ৬৮ দিনের সুদ (০২ নং সুত্রানুসারে)

$$\frac{৩৪,০০০/- \times ১২ \times ৬৮}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ৭৭১/-

মোট= ১১৭১

০১/০১/১২খ্রি: হতে ৩১/০৩/১২খ্রি: পর্যন্ত ৯০ দিনের সুদ

$$\frac{৩৪,০০০/- \times ১২ \times ৯০}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১০২০/-

০১/০৪/১২ খ্রি: হতে ৩০/০৬/১২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৯১ দিনের সুদ

$$\frac{৩৪,০০০/- \times ১২ \times ৯১}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১০৩১/-

০১/০৭/১২ খ্রি: হতে ৩০/০৯/১২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৯২ দিনের সুদ

$$\frac{৩৪,০০০/- \times ১২ \times ৯২}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১০৪৩/-

২৪/১০/২০১২খ্রি: তারিখে ঋণের ২য় বর্ষপূর্তি হবে। এক্ষেত্রে ২৪/১০/২০১২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিনের সুদ ২৪/১০/২০১২খ্রি: তারিখের স্থিতির উপর এবং ২৫/১০/২০১২খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৬৮ দিনের সুদ ০৩ নং সূত্রানুসারে ২৪/১০/২০১৩ খ্রি: তারিখের স্থিতির উপর হিসাবায়ন করতে হবেঃ

০১/১০/১২খ্রি: হতে ২৪/১০/১২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিনের সুদ

$$\frac{৩৪,০০০/- \times ১২ \times ২৪}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ২৭২/-

২৫/১০/১২খ্রি: হতে ৩১/১২/২০১২ খ্রি: পর্যন্ত ৬৮ দিনের সুদ

$$\frac{১৭,০০০/- \times ১২ \times ৬৮}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ৩৮৫/-

মোট= ৬৫৭/-

০১/০১/১৩খ্রি: হতে ৩১/০৩/১৩খ্রি: পর্যন্ত ৯০ দিনের সুদ

$$\frac{১৭০০০/- \times ১২ \times ৯০}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ৫১০/-

০১/০৪/১৩খ্রি: হতে ৩০/০৬/১৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৯১ দিনের সুদ

$$\frac{১৭০০০/- \times ১২ \times ৯১}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ৫১৬/-

০১/০৭/১৩খ্রি: হতে ৩০/০৯/১৩খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৯২ দিনের সুদ

$$\frac{১৭০০০/- \times ১২ \times ৯২}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ৫২২/-

০১/১০/১৩খ্রি: হতে ২৪/১০/১৩খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ২৪ দিনের সুদ

$$\frac{১৭০০০/- \times ১২ \times ২৪}{১০০ \times ৩৬০}$$

= ১৩৬/-

পরিচালনা পর্ষদের ২৯.০৬.২০২১ তারিখের ৮১ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী CBS বাস্তবায়ন সাপেক্ষে EMI (Equal monthly Installment) পদ্ধতিতে অত্র ব্যাংকের অভিবাসন ঋণের সুদ আরোপ এবং কিস্তি নির্ধারণ করতে হবে।

<u>০২। সুদ আরোপ সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মাবলীঃ</u>

(ক) ত্রৈমাসিক (ডিসেম্বর, মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে) ভিত্তিতে সুদ হিসাব করতে হবে। এতদ্ব্যতীত ঋণ পূর্ণপরিশোধ, মামলা দায়ের, ঋণ দ্বৈভাগীকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুদ মওকুফের আবেদন গ্রহণের সময় সুদ আরোপ করতে হবে।

(খ) কোন ঋণ হিসাবে কিস্তি/ পাওনা আদায়ের পর ঋণ খতিয়ানে পোস্টিং কালে সুদের ডেবিট স্থিতি থাকলে প্রথমে তা ক্রেডিট করতে হবে। আদায়কৃত টাকা সুদের ডেবিট স্থিতি অপেক্ষা বেশী হলে সুদের ডেবিট স্থিতি সম্পূর্ণ ক্রেডিট করার পর অবশিষ্ট টাকা আসলে ক্রেডিট করতে হবে। ঋণ হিসাবে কিস্তি বা পাওনা আদায়ের পর সুদ ডেবিট স্থিতি না থাকলে আদায়কৃত টাকা ঋণের আসলে ক্রেডিট করতে হবে।

০৩)অর্থ ঋণ আদালতসহ অন্যান্য আদালতে মামলা/ মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে সুদ হিসাব সম্পর্কিত নিয়মাবলীঃ

মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে মামলা রুজুর সময় ও পরবর্তীতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এ্যাডভেলোরাম কোর্ট ফি, আইনজীবীর ফি ও মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ/ব্যয় "আইন খরচ খাত" ডেবিট করে নির্বাহ করতে হবে এবং তা পৃথক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ঋণ আদায়ের সাথে সাথে মামলা খরচ/ ব্যয়সমূহের আদায় নিশ্চিত করতে হবে এবং তা "বিবিধ আয় খাতে" হিসাবায়ন করতে হবে। মামলা রুজুর পর দাবীকৃত টাকা সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঋণ হিসাবে কোন সুদ চার্জ করা যাবে না। ব্যাংকের দাবীকৃত টাকা পরিশোধের পর হিসাব বন্ধের সময় প্রযোজ্য হারে সুদ চার্জ করে তা আদায় নিশ্চিত করত হবে। উল্লেখ্য যে, মামলা সংক্রান্ত ব্যয়ের উপর কোন সুদ চার্জ করা যাবে না।

১৪) ঋণ আদায় কার্যক্রমঃ

ক) প্রবাসে গমনেচ্ছুক ঋণ গ্রহীতার নিকটতম ব্যক্তি অথবা তার জামিনদার (Principal Gurantor) কে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক কিস্তি পরিশোধকারীর নামসহ কিস্তি ফেরত প্রদানের অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

খ) জামিনদার কর্তৃক ঋণ পরিশোধে অসুবিধা/ বিলম্ব হলে যুক্তিসংগত কারণসহ তা যথাসময়ে জানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ) ঋণের কিস্তি আরম্ভ হওয়ার সঠিক তারিখ ঋণ গ্রহীতা এবং জামিনদারকে জানানো হবে। তিনি ঐ সময় থেকে নিয়মিতভাবে কিস্তি পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

ঘ) রেমিটেন্স প্রেরণ কার্যক্রম প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত ঋণ গ্রহীতার হিসাব কার্যকর হবে এবং ঐ হিসাবের মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঙ) ঋণ আদায় নিবিড় পর্যালোচনার জন্য স্থানীয় তদারককারী সংস্থা/ ব্যক্তি নিয়োগ করা যাবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

চ) কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জামিনদার (Principal Gurantor) এর ব্যর্থতা গণ্য করে ২য় জামিনদার মাধ্যমে তা আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ছ) নিধারিত তারিখে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার বিষয় এসএমএস/ পত্রের মাধ্যমে জানানো হবে এবং তাগাদা দেয়া হবে।

জ) নির্ধারিত সময়ে ঋণ আদায়ের সকল কলা কৌশল (ঋণ আদায়ের কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা) ব্যর্থ হলে ঋণ খেলাপির বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ঝ) শাখায় ঋণের কিস্তি ও অন্যান্য অর্থ ব্যাংকের প্রচলিত জমা রশিদ, MFS, EFTN ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

(১৫) ঋণের চার্জ ডকুমেন্টঃ

১) ডিপি নোট;
২) ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার;
৩) লেটার অব গ্যারান্টি (তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি);
৪) লেটার অব ডিসবার্সমেন্ট;

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র/ দলিলপত্রাদিঃ

১) বিদেশ হতে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণাপত্র;
২) ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা;
৩) ঋণ গ্রহীতার ঋণপ্রাপ্তি স্বীকারপত্র;
৪) চেক জমা করণের স্মারকলিপি/ মেমোরেন্ডাম অব চেক, ঋণ গ্রহীতা/জামিনদার কর্তৃক সম্পাদিত;
৫) লেটার অব রিভাইভাল (Revival Letter)।

(১৬) এছাড়াও ঋণ সংক্রান্ত কতিপয় নির্দেশনা নিম্নে দেয়া হলো-

(১) একই দিন একাধিক ঋণ বিতরণ করা হলে প্রতিটি ঋণের জন্য আলাদা ভাউচার করতে হবে;

(২) ঋণ আবেদনকারীর ছবি, ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে কর্মরত সহকারী অফিসার হতে তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার যেকোন কর্মচারী কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। ঋণের জামিনদারের ছবি আবেদনকারী কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

(১৭) অভিবাসন ঋণ আবেদনের প্রাক যোগ্যতামূলক কাগজপত্রঃ

ক) ঋণ আবেদনকারীর সদ্য তোলা ৩ (তিন) কপি পাসর্পোট সাইজের ছবি। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানার পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদের সার্টিফিকেট এর ফটোকপি।

খ) ঋণ আবেদনকারীর পাসপোর্ট, ভিসার ফটোকপি। শুধুমাত্র স্থানীয় ভাষার ভিসার ক্ষেত্রে (ইংরেজী ভাষা ব্যাতীত) অনুবাদকৃত কপি। ম্যানপাওয়ার (বিএমইটি) স্মার্ট কার্ডের ফটোকপি (রি-এ্যান্টি ভিসার ক্ষেত্রে বিএমইটি স্মার্ট কার্ড বাধ্যতামূলক নয়)। লেবার কন্ট্রাক্ট পেপার (লেবার কন্ট্রাক্ট পেপার বাধ্যতামূলক নয়)

গ) ঋণ আবেদকারীর জামিনদারের প্রত্যেকের সদ্য তোলা ১ কপি পাসর্পোট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানার পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদের সার্টিফিকেট এর ফটোকপি।

ঘ) জামিনদারদের যেকোন একজনের স্বাক্ষরকৃত ০৩টি চেকের পাতা (ঢাকা সিটির ক্ষেত্রে MICR চেক বাধ্যতামুলক) ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের হিসাবের সার্টিফিকেট (Statement of Account) অথবা হিসাব খোলার সার্টিফিকেট।

ঙ) আবেদনকারীর বিদেশের কর্মস্থলের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর/ ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি (যদি সম্ভব হয়)।

১৮) ঋণ বিতরণ পদ্ধতিঃ

মঞ্জুরীকৃত ঋণ ০১টি কিস্তির মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতার নামে A/CPayee চেকের মাধ্যমে বিতরণ অথবা অত্র ব্যাংকে ঋণ গ্রহীতার নিজ নামীয় হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে।

(১৯) ঋণ ঝুকি আচ্ছাদন স্কীমঃ

আদায় ও আইন বিভাগ কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদ হতে অনুমোদিত ঋণ ঝুঁকি আচ্ছাদনস্কীম অনুসারে ঋণ ঝুঁকি আচ্ছাদনের চাঁদা আদায় এবং ঋণের দায় সমন্বয় করা হবে। এ ব্যাপারে ঋণ আদায় বিভাগের সর্বশেষ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

-------- ০ --------